অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 147-152
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.020

BANDHNA PARAB : DAKSHIN PASCHIM SIMANTA BANGLAR POSUPREMER UTSAB / বাঁধনা পরব : দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার পশুপ্রেমের উৎসব

SAGAR MAHATA / সাগর মাহাত
প্রাক্তনী, বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ (অটোনমাস)
Email: sagarmahata84@gmail.com

Accepted: 07.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords:
বাঁধনা, ঘাওয়া, অহিরা, ডহর, পরব

Abstract:
দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার কৃষিজীবী সমাজে পালিত 'বাঁধনা পরব' গো-সম্পদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার এক অনন্য লোকউৎসব। কুড়মি (মাহাত), সাঁওতালসহ ছোটনাগপুর অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই পরব বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কার্তিকী অমাবস্যাকে কেন্দ্র করে পাঁচ দিনব্যাপী—ঘাওয়া, আমাবস্যা, গরইয়া, বুঢ়ী বাঁধনা ও কাঁড়া খুঁটান—নানা আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবটি পালিত হয়। তবে এর প্রস্তুতি শুরু হয় প্রায় এক মাস আগে; ঘরবাড়ি পরিষ্কার, দেওয়ালচিত্র অঙ্কন, গরুর শিংয়ে তেল মাখানো, আলপনা অঙ্কন এবং পিঠা তৈরির মতো কর্মকাণ্ড উৎসবকে বর্ণময় করে তোলে। আমাবস্যার রাতে গঠ্ পূজা, কাঁচিজিয়রী এবং সারারাতব্যাপী অহিরা ও ডহর গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে গো-জাগরণের ঐতিহ্য রক্ষিত হয়। গরইয়া পূজায় নতুন ধান, গরইয়া পিঠা ও অন্যান্য উপকরণ নিবেদন করা হয়। বুঢ়ী বাঁধনা ও কাঁড়া খুঁটানে গরু-মহিষকে প্রতীকীভাবে খেলিয়ে তাদের শক্তি, সাহস ও সুরক্ষার কামনা করা হয়। এই পরব শুধু ধর্মীয় বা কৃষিভিত্তিক আচার নয়; এটি পরিচ্ছন্নতা, লোকশিল্প, সমবেত আনন্দ, পারিবারিক সম্প্রীতি এবং পশুপ্রেমের এক জীবন্ত সাংস্কৃতিক প্রকাশ। অহিরা গীতের মাধ্যমে কৃষকের জীবন, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও লোকঐতিহ্যও সজীবভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

Discussion:

দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার পশুপ্রেমের এক অনন্য নিদর্শন হল 'বাঁধনা পরব'। এই অঞ্চলটিকে লোকসংস্কৃতির আকরও বলা হয়। বাঁধনা পরব গো-বন্দনার উৎসব। গোরু মহিষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর উৎসব। ভারতবর্ষ ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও গো-বন্দনার উৎসব প্রচলিত রয়েছে। যখন থেকে মানুষ কৃষিকাজে গোরুর ভূমিকা বুঝতে পেরেছে তখন থেকেই গো-বন্দনার সূত্রপাত ঘটেছে। আমাদের আলোচ্য অঞ্চলটিতে গো-বন্দনার যে উৎসব পালিত হয় তা 'বাঁধনা পরব' নামে পরিচিত। মোট পাঁচদিন ধরে নানান নেগ নেগাচারের মধ্য দিয়ে এই পরব পালিত হয় বটে কিন্তু এর রেস বা প্রস্তুতি শুরু হয় একমাস আগে থেকেই। প্রথম দিনকে বলে- ঘাওয়া, তারপর আসে- আমাবস্যা, গরইয়া, বুঢ়ী বাঁধনা এবং শেষে কাড়হাখুঁটা।

'বাঁধনা পরব' এই অঞ্চলের মূল জনজাতিগুলির (কুড়মি, সাঁওতাল ইত্যাদি) একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। কার্তিক মাসে মাঠ ভর্তি ধান দেখে কৃষকের মন আনন্দে নেচে উঠে। সে নিশ্চিন্তের হাসি হাসতে পারে এই ভেবে যে গোটা বছর পরিবার নিয়ে খেয়ে পরে থাকতে পারবে। এই পরবে সারা রাত্রি ধরে ধামসা মাদলের সঙ্গে গীত হয় অহিরা গীত। ছাঁকা পিঠার গন্ধে ম ম করে উঠে বাতাস। বাঁধনা পরবের একটি বিশেষ দিক হল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সুন্দর সুন্দর আলপনা। ঐতিহ্য ও ভালোবাসার বন্ধনে মোড়া এই পরব। নিজের চোখে না দেখলে কৃষিভিত্তিক এই পরবটির রূপ-রস-গন্ধ উপভোগ করা সত্যিই সম্ভব নয়। ভারতবর্ষ ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও গো-বন্দনার উৎসব প্রচলিত রয়েছে । মানুষ যখন থেকে কৃষিকাজে গরুর ভূমিকা বুঝতে পারলো তখন থেকেই গো-বন্দনার সূত্রপাত ঘটতে লাগলো । সমগ্র ছোটনাগপুর অঞ্চলে গো-বন্দনার যে উৎসব পালিত হয় তা ‘বাঁধনা পরব’ নামে পরিচিত । কুড়মি (মাহাত)জনজাতির সবথেকে বড় উৎসব হল 'বাঁধনা পরব' । 'বাঁধনা' বা 'বাঁদনা' শব্দটি একটি নিখুঁত কুড়মালি শব্দ । বুঢ়ী বাঁধনার দিন গরু মহিষকে শক্ত খুঁটিতে বেঁধে খেলানো থেকে 'বাঁধনা' শব্দটির উৎপত্তি হতে পারে । কারণ এই পরবের আদি রসটিই নিহিত রয়েছে গরু মহিষকে বেঁধে খেলানোর মধ্যে। কার্তিকী অমাবস্যায় বাঁধনা পরবের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটলেও এর প্রস্তুতি চলে এক মাস আগে থেকেই । এক মাস আগের থেকেই ঘরদোর পরিস্কার করা হয় । মাটির দেওয়ালে মাটি লেপে তার উপর রঙ-বেরঙের পশুপাখির ছবি আঁকা হয় । দেওয়াল অলঙ্করণ পারিবারিক শুদ্ধতার প্রতীক । যদি কারও বাড়িতে অশৌচ চলে তাহলে সেই বাড়ির দেওয়ালে অলঙ্করণ করা হবে না । অলঙ্করণের এই কাজে ঘরের মেয়েরাই দক্ষতার সঙ্গে অংশগ্রহন করে থাকে । প্রতিটি গ্রামের দেওয়াল সেজে উঠে রঙিন রঙিন ছবিতে । গ্রামগুলোর সেই রূপ দেখলে চোখ ফেরানো যায় না । শুধু কী রূপ ? না । এখানে মিশে থাকে ছোট বড়ো চিত্রশিল্পীর প্রাণখোলা ভালোবাসা । প্রতিটি বাড়ির দেওয়াল যেন বলে উঠে- “আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না/ ভালোবাসায় ভোলাবো...”। অমাবস্যার ৩, ৫, ৭ বা ৯ দিন আগে থেকে গরু কাড়ার শিংয়ে তেল দিতে হয় । গরু কাড়ার শিংয়ে তেল দেবার কিছু নিয়ম রয়েছে । প্রথমে শির গরুর শিংয়ে তেল মাখানোর পর অন্যান্য গরুর শিংয়ে তেল মাখাতে হয় । কাড়ার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম খাঁটে । শিংয়ে তেল দেবার আগে গৃহস্থের সবাইকে এঁটো বাসনপত্র ধুঁয়ে ফেলতে হয় ।

বাঁধনা পরব পাঁচ দিন ধরে বিভিন্ন আঙ্গিকে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । প্রতিটি দিনের আলাদা আলাদা নাম— ঘাওয়া, আমাবস্যা, গরইয়া, বুঢ়ী বাঁধনা ও কাড়া খুটান ।

.

(ক) ঘাউয়া : কার্তিকী অমাবস্যার আগের দিনটিকে বলা হয় ঘাউয়া । ঘি থেকেই ঘাউয়া নামটি এসেছে বলে মনে করা হয় । আগে গরু কাড়ার শিংয়ে ঘি মাখানো হতো । তবে বর্তমানে ঘিয়ের প্রচুর দামের জন্য কচড়ার বা সরষের তেলের সঙ্গে অল্প ঘি মিশিয়ে গরু-কাড়ার শিংয়ে মাখানো হয় । ঘাওয়ার দিনেও ঘরদোর পরিস্কার করে পরিবারের সকলেই স্নান করে পরিচ্ছন্ন হয় । বলা হয় এদিন পরিচ্ছন্ন না থাকলে সারাবছর ধরে চুলকানি, খোস ইত্যাদি চর্মজাতীয় রোগ হতে থাকবে ।

(খ) আমাবস্যা : অমাবস্যার বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় গঠ্ পূজা । গ্রামের লায়া বা পূজারি একটি ফাঁকা জায়গায় এই পুজো করে থাকে । রাখালেরা তাদের গরুগুলোকে পুজোর সামনে মাঠে হাজির করে । লায়া গঠ্ পূজার সাথে দুই অপদেবতা ছাঁদনদড়ি ও বাঁধনদড়িরও পূজা করে থাকে । বনে জঙ্গলে গো সম্পদের রক্ষায় এই দুই দেবতার পুজো করা হয় । লায়া পুজো শেষে একটি হাঁস বা মুরগির ডিমকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দেয় । তারপর বাগালেরা তাদের গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে চিৎকার করতে থাকে । গরুগুলো ভয় পেয়ে এদিক ওদিক ছুটতে থাকে । এইভাবে ছুটতে ছুটতে যে গরু ডিমটিকে মাড়ায় তার বাগালকে সেরা বাগাল ও গরুর মালিককে সেই বছরের মতো ভাগ্যবান বলে মনে করা হয় । ওই আনন্দে গোরুর মালিক লায়াকে নতুন বস্ত্র উপহার দেয় । ধামসা মাদল বাজিয়ে গীত গাইতে গাইতে গ্রাম ঘুরে গৃহস্থের ঘরে উপস্থিত হয় ।গৃহস্বামীর স্ত্রী পা ধুয়ার জল দেন, সাধ্যমত খেতে দেন ও কিছু টাকাও দেন । রাত্রি নামলেই শুরু হয়ে যায় কাঁচিজিয়রী অনুষ্ঠান । কাঁচিজিয়রী হল শাল বা কাঁঠাল পাতায় দুধ দিয়ে মাখানো গুড়ির পিণ্ডের মধ্যে ছোট ছোট সলতে গুঁজে তার সঙ্গে দু'আঁটি মলতা ঘাস নিয়ে বাড়ির প্রত্যেকটি দরজায়, খামারে, গোবর গাদায় দিয়ে প্রণাম করাই হল কাঁচিজিয়রী । এই দিন প্রত্যেকের ঘরে ছাঁকা পিঠা অর্থাৎ তেলে ছাঁকা পিঠে তৈরি করা হয় । রাত্রি নামলেই শুরু হয় অহিরা গীত । অহিরা গেয়ে যারা গরু জাগায় তাদের ঝাঁগড়া বলা হয় । তাদের গোদা শরীরে মুখে গুড়ি, ধুলো মাখানো হয় । তারা গৃহস্থের বাড়িতে এসে প্রথমেই গায়—

"জাগ মা লক্ষ্মীনি জাগ মা ভগবতী
জাগে ত আমাবস্যা রা'ত ।
জাগে কা পতিফল দেবে মা লছুমন
পাঁচ পুতায় দশ ধেনু গাই যে ।।"

প্রত্যেক বাড়িতে পৌঁছে প্রথমেই তারা গানটি গেয়ে উঠে । এই গানটি গাওয়া আবশ্যক । তারপর পথ চলতে চলতে শুরু হয় ডহর গীত । ডহর অর্থে পথ । এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়িতে পৌঁছানোর সময় ঝাঁগড়ারা ডহর গীত গায় । ডহর গীত ছোটে ছোটো দু এক কলির হয় ।

(গ) গরইয়া : পরদিন গরইয়া পুজো । গৃহস্বামী বা গৃহের অন্য কোনও পুরুষ উপোস করে মাঠ থেকে ধান কেটে বাড়িতে আনে । তারপর সেই ধানের মোড় বেঁধে পরানো হয় গরু মহিষের শিংয়ে । গরইয়া স্ত্রী দেবতা তাই এই পুজোয় পাঁঠী ছাগল অথবা কার্টুল মুরগি বলি দেবার নিয়ম । এদিন নতুন উনানে নতুন পাত্রে ঘিয়ের পিঠে ছাকা হয় । একে গোরৈয়া পিঠা বলে । এই পুজোর উপকরণ আতপ চাল, গরইয়া পিঠা, মুড়কি ও বাতাসা । বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় চকপুরা অনুষ্ঠান । জঙ্গল থেকে পাইন্যা লতা (একধরনের আঁঠাযুক্ত লতা) এনে তা থেঁতো করে জলে ভিজতে দেওয়ার পর চালের গুড়ি তাতে ভালোভাবে মেশানো হয় । তারপর হাতের পাঁচ আঙুলের দক্ষতায় নানা ধরনের আলপনা আঁকা হয় । আলপনার মধ্যে দিয়ে ঘরের আঙিনায়, দেওয়ালে ফুটিয়ে তোলা হয় ফুল ফল গাছপালার ছবি । আলপনার মাঝে মাঝে সিঁদুরের টিপ দেওয়া হয় । এটাই চকপুরা অনুষ্ঠান । এদিন বাড়ির

প্রতিটি উঠোন, ভোঁতায় চকপুরার আলপনা দেওয়া হয় । কালো গোবর দিয়ে উঠোন পরিস্কার করার পর তার উপর সাদা চকপুরার ছবি স্পষ্ট ফুটে ওঠে । এই দিন বাড়ির উঠোনগুলোকে বেশ সুন্দর দেখতে লাগে ।

(৪) বুঢ়ী বাঁধনা : পরদিন বুঢ়ী বাঁধনা অর্থাৎ গরু খুঁটান অনুষ্ঠিত হয় । গরুর গায়ে রঙিন রঙিন হাতের ছাপ দেওয়ার পর গরুগুলোকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বেঁধে মৃত পশুর শুকনো চামড়া দিয়ে খেলানো হয় । এমনটা করা হয় যাতে গরুর দল বনে জঙ্গলে চরতে গিয়ে হিংস্র পশুর আক্রমন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে ।

(৫) কাঁড়া খুঁটান : বুঢ়ী বাঁধনার পরদিন কাঁড়া খুঁটান হয় ওই একই নিয়মে । গান শেষ হলেই বেজে উঠে ঢোল ধামসা । শুরু হয় কাঁড়া খেলানো । গানগুলো হয় প্রশ্নোত্তরমূলক—

প্রশ্ন— কন ঠিনে তোহরি জনম রে
কন ঠিনে লিলি গিরহবাস ।
কার হাতে রে বরদা লালন পালন রে
কেহু ত ধরে ভমরা নাম ।

উত্তর— শিখর ভুঁইয়ে রে বরদা তোহরি জনম রে
বরহাভুঁইয়ে লিলি গিরহবাস ।
বাগালের হাতে বরদা লালন পালন রে
গুলিনে ত ধরে ভমরা নাম ।

প্রশ্ন— কনহে আনই জিতা বাবু হউ
কনহে আনই করম ডাল
কনহে আনহে বাঁধনা
গাহা পিতা জাগা সঁগঅ সাথ ।

উত্তর— ভালা অহিরে...
মাঞ বুড়ি আনই জিতা
বহিনে তঅ আনই করম ডাল
গেই আ ধনি আনই বাঁধনা বাবু হো
গাহা পিতা জাগা সঁগঅ সাথ ।

প্রশ্ন— অহিরে, সভে পরব বাবু ঘুরিলেরি আয়োইরে বাবু হো
মরলে মানুষ না ঘুরয় ।
আর বছর বাঁচব তব ধিঙ্গুয়ান খেলব
মরলে তো মাটিয়ে মিলাব ।

প্রশ্ন— অহিরে, ডিগিমিগি ডিগিমিগি বাজনা বাজাইহরে বাবু হো
কেথিকেরা বাজনা বাজায় ।
আজু তো হেকোই ভালা আমাবইসা রাইত
তাকর বাজনা বাজায় ।

এইভাবে কাড়া খুঁটানের মধ্যে দিয়ে কুড়মিদের বড় উৎসব বাঁধনা পরব শেষ হয় । কুড়মালি অহিরা গীতগুলি সাহিত্যগুণে উজ্জ্বল । কেবল গো বন্দনা নয়, এই গানগুলিতে উঠে আসে জীবনের সুখ দুঃখ,আশা-নিরাশার কথা। ভারতবর্ষের মানচিত্রে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলা—যা মূলত জঙ্গলমহল বা রাঢ় বাংলার বিস্তৃত অঞ্চল নামে পরিচিত—তা কেবল ভৌগোলিক সীমারেখাই নয়, বরং এটি লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক জীবন্ত আকর। এই রুক্ষ অথচ মাটির সোঁদা গন্ধে ভরা অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে কৃষি ও প্রকৃতির সঙ্গে। এই অঞ্চলের জনজীবন, বিশ্বাস এবং সংস্কৃতিকে বুঝতে হলে তাদের উৎসব-পার্বণের স্বরূপ অনুধাবন করা অপরিহার্য। এই লোকায়ত উৎসবগুলির মধ্যে সবচেয়ে বর্ণময়, আবেগপূর্ণ এবং তাৎপর্যমণ্ডিত উৎসব হলো 'বাঁধনা পরব'। এটি কেবল কোনো আচার-অনুষ্ঠান নয়, এটি পশু ও মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা এক গভীর সহমর্মিতার আখ্যান।

প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা আদিবাসী ও ভূমিপুত্র কুড়মি, সাঁওতালসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে কৃষিকাজই হলো জীবনধারণের মূল ভিত্তি। আর এই কৃষিকাজের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হলো গবাদি পশু—গরু ও মহিষ। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ বুঝতে পেরেছিল, অন্নসংস্থানের এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় তাদের একমাত্র বিশ্বস্ত সাথী হলো এই নির্বাক প্রাণীগুলি। তাদের হাড়ভাঙা খাটুনি আর নিঃস্বার্থ সেবাই মানুষের অন্ন জোগায়। সেই অসীম কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই জন্ম নিয়েছে গো-বন্দনা বা পশুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর প্রথা। বিশ্বজুড়েই বিভিন্ন সভ্যতায় পশুকে দেবতুল্য মনে করার নিদর্শন রয়েছে, তবে সীমান্ত বাংলার বাঁধনা পরবের মতো এত আবেগ, শিল্পকলা ও সংগীতের মিশেলে পালিত গো-বন্দনা উৎসব সচরাচর দেখা যায় না। কার্তিক মাসের অমাবস্যার নিশীথে যখন মাঠজুড়ে কাঁচা ধানের গন্ধ বাতাসে খেলা করে, কৃষক তখন নতুন ফসলের আশায় বুক বাঁধে। বাঁধনা পরব হলো সেই খুশির বহিঃপ্রকাশ। এই পরব কেবল পশুর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ নয়, এটি গ্রামবাংলার মানুষের ঐক্য, পরিচ্ছন্নতা এবং সৃজনশীলতার এক মহোৎসব। মাটির দেওয়াল চিত্র বা আলপনা, অহিরা গীতের সুর, ধামসা-মাদলের তাল আর ছাঁকা পিঠার ঘ্রাণে মুখরিত হয়ে ওঠে প্রতিটি গ্রাম। বাঁধনা পরব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মানুষ প্রকৃতির চেয়ে বড় নয়, বরং মানুষ প্রকৃতির এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। এই পরবের মাধ্যমে মানুষ তার গৃহপালিত পশুদের সাথে আত্মিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করে। এটি এমন এক সংস্কৃতি যা কোনো লিখিত শাস্ত্রের ওপর দাঁড়িয়ে নেই, বরং বংশপরম্পরায় মৌখিকভাবে প্রবাহিত হয়ে আসছে। বাঁধনা পরবের প্রস্তুতি এক মাস আগে থেকেই শুরু হয়। এটি কোনো একদিনের ক্ষণিক আনন্দ নয়, বরং পুরো কার্তিক মাস জুড়েই এই পরবের আমেজ থাকে। ঘরদোর লেপেপুছে পরিষ্কার করা, দেওয়ালে আলপনা আঁকা, গরু-মহিষের শিংয়ে তেল মালিশ করা—প্রতিটি কাজের পেছনেই লুকিয়ে আছে গভীর জীবনদর্শন। বাঁধনা পরব আমাদের শেখায় কীভাবে পশুকে কেবল ‘সম্পদ’ হিসেবে নয়, বরং ‘পরিবারের সদস্য’ হিসেবে মর্যাদা দিতে হয়। এই লোক উৎসবের গভীরে প্রচ্ছন্ন রয়েছে মাটির টান ও হৃদয়ের টান।

Bibliography:

1. করণ শ্রীসুধীরকুমার, 'সীমান্ত বাঙলার লোকযান' এ. মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-১২, প্রথম সংস্করণ- ফাল্গুন ১৩৭১
2. ড. সরকার, 'নৃবিজ্ঞান প্রবেশিকা'(দ্বিতীয় খণ্ড), পুনমুর্দ্রণ: জুলাই ২০০১
3. পাল অনিমেষকান্তি, 'লোকসংস্কৃতি', প্রজ্ঞা বিকাশ, পুনমুর্দ্রণ: জুন, ২০১১
4. বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ, 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ'(প্রথম খণ্ড), চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ: এপ্রিল ২০০৬
5. মাহাত বিশ্বনাথ, মাহাত কিরীটি (সম্পাদনা), কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি, প্রথম প্রকাশ- ২০জানুয়ারি ২০২১, প্রকাশক- মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি, ISBN- 978-81-950812-6-4
6. মাহাত, বঙ্কিমচন্দ্র, 'ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য', প্রথম বাণীশিল্প শোভন সংস্করণ পৌষসংক্রান্তি ১৪০৬, জানুয়ারি ২০০০

CC BY NC